



নাটে ফটে



কালেকশন

গাঁ-আ-ক!

ওরে বাবারে, বাঘে
খেয়ে ফেললে রে—!

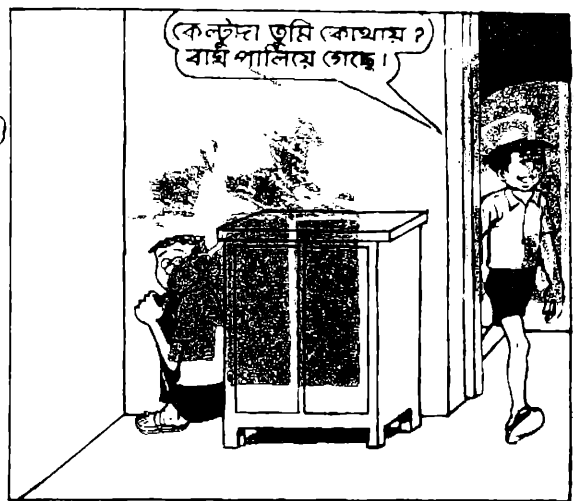


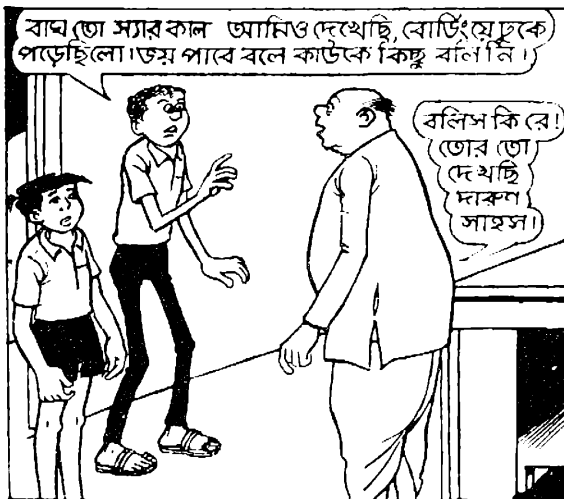


নারায়ণ দেবনাথ

















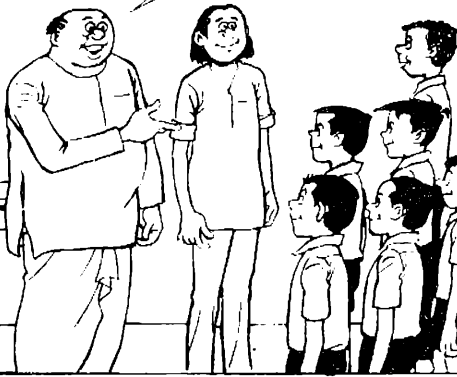


নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

ছেলেরা! ইনি তোমাদের কর্মশিল্পের
নতুন শিক্ষক। তোমাদের ইনি হাউজের
শিক্ষা দেবেন।

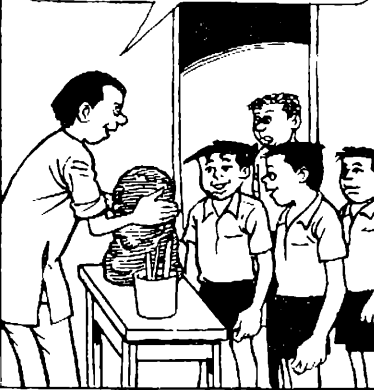


চলো, আজ তোমাদের কি করে মূর্তি গড়তে
হয় সেটা দেখাবো।

খুব ভালো হবে,
স্যার!



প্রথমে একটা মাটির তাল নিয়ে
তাকে চপে চপে ওপরটা খানিক
মাথার আকৃতিতে নিয়ে আসবে।



তারপর আঙুলের
চাপ দিয়ে নাক,
তোখটা তিক
করে নেবে-



ভালো করে দেখে
শিখে নে নটে
আর ফটে।

তারপর এই মস্তপাতি
দিয়ে খানিক
কারিখুরি-বাস,
কার মূর্তি মনে
হচ্ছে?



আরিবাজ!
এসে স্যারের
হাত-খুঁড়ি
মুখ!

এবার তোমরা নিজেরা কিছু
করার চেষ্টা করো। আমি
সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে
একবার দেখা করে আসছি।

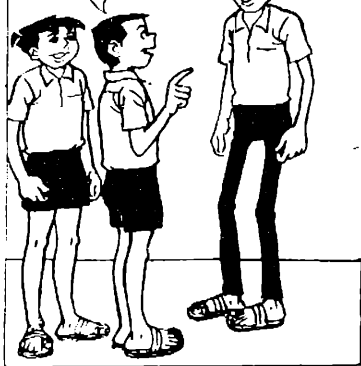


তিক আছে,
স্যার!

একটু পরে আমরা
কেলুদার আবক্ষ
মূর্তি গড়বো খুবই
সহজ পদ্ধতিতে।
শোন (ফিস্-ফিস্-
ফিস্-ফিস্) কেমন
হবে? দারুণ



আমরা তোমাকে দিয়েই
গুরু করবো ভাবছি-
মানে তোমার আবক্ষ
মূর্তি দিয়ে।



নটে আর ফটের নানান কীর্তি (২২ পর্ব) — নারায়ণ দেবনাথ





নটে আর ফণ্টে



নারায়ণ দেবনাথ





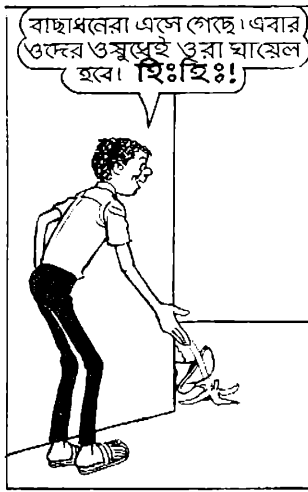


নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ





নাটে আর ফন্টে



—নারায়ণ দেবনাথ



বাহ! ছেলেগুলো
ওদের বাইরে থেকে
আমি খাবারগুলো
বাজেয়াস্ত করে
নেবো এই উয়ে
গাটের বাইরে
সুকিয়ে আছে।



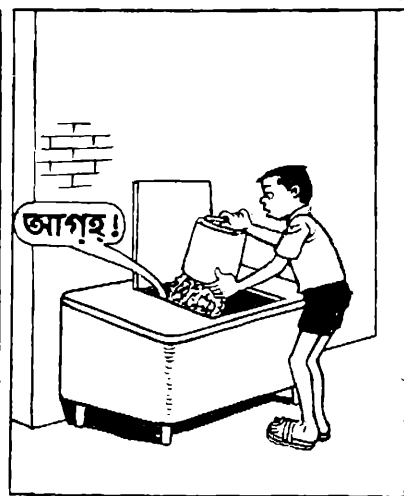
আমিও লুকোবার জন্যে একটা
নতুন জায়গা খুঁজছি—আর এই
নতুন ময়লা ফেলার জায়গাটা
খুব ভালো কাজ দেবে।



চমৎকার—এটা দেখছি
খালি! এখানে থেকে আমি
ওদের ওপর নজর রাখতে
পারবো।



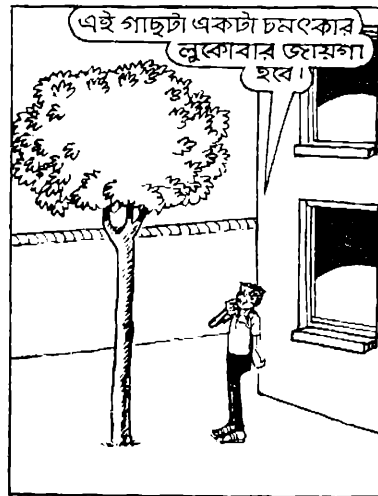
পাচকঠাকুর বললো এই
জঞ্জালগুলো আমি ফেললে
আমাকে স্পেশাল তেরি কিছু
দেবে, কিন্তু ভিতরের ডাস্টবিনটা
ওতি তাই বাইরের ডাস্টবিনেই
জঞ্জালগুলো ফেলে যাই।



আগুহ!



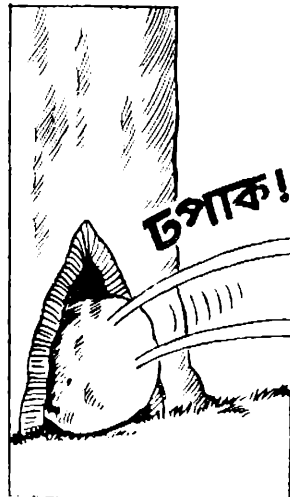
গররর! আরে, কেলুটনা মে!
তুমি ডাস্টবিনের মধ্যে
কি করছিলে? জামুসি
করছিলে নাকি?
কি হলো বলতো?
হাঃহাঃ!



এই গাছটা একটা চমৎকার
লুকোবার জায়গা
হবে।



হুঃ হুঃ সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার ঠিক
দ্বয়ের আলো আটকাচ্ছে
বলে ঠিক জানলার
সামনের এই গাছটা
মেসিন করাও দিয়ে
কেটে ফেলাতে বললেন।





নরায়ণ দেবনাথ



নতুন পাচকঠাকুরের হাতের থানটা বেশ ভালোই! খাওয়াটাও বেশ! জ্বর হয়নি। এবারে দুধটা খেয়ে নিই—ঠাকুর দুধটা নিয়ে এসো!



একি! রোজই বেশি দুধ কম থাকে। আজ একবারে তলাবিতে ঠেকছে কি ব্যাপার, তুমি খেয়ে ফেলাছিস নাকি?
না, বাবু আমি কলে খাতি যাবো। মনে হচ্ছে গণেশঠাকুর ভয়ে লিচ্ছে



আমাদের মধ্যে কে আমার দুধ লাপাট করেছিল বল? না হলে সবারই খাওয়া বন্ধ হয়ে মাঝে।
আমরাও না, স্যার!



তারা কেউই কিছু জ্যানিস না, তবে কি এক বাটি দুধ খাওয়ায় ডরে গেলো? নিছাত জোন্দের মধ্যেই কেউ গিলেছে।
স্যার, বলেন তো আমি পাতো করতে পারি এটা বাক! বা কাদের কাজ!



পরদিন সকালে
এই যে, দেখুন স্যার! দুধের খোঁটা নটে আর ফণ্টের মতের মধ্যে ঢুকেছে!



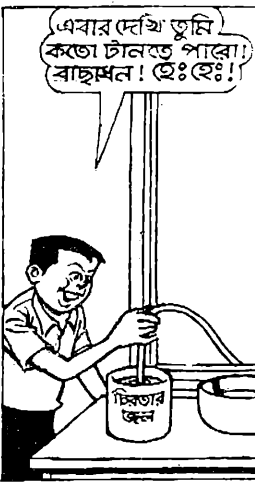
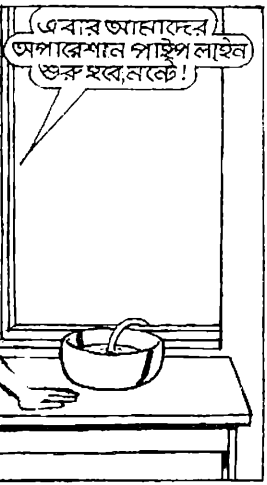
এবার আমি নিশ্চিত যে তোরাই আমার দুধ খেয়ে লিচ্ছিস, কারণ জোন্দের বরজার কাছে দুধ পড়ে ছিলো।
না, স্যার! আমরা দুধ খাইনি।
কোন কথা শুনতে চাই না! আজ তোদের খাওয়া বন্ধ!



পাজি কেলসটা আমাদের নামে ইচ্ছে করে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমাদের শাস্তি দেওয়ালে।
চল, কিচেনে দিকে মাই! জানালা দিয়ে যদি কিছু হাতানা যায়



আরেঃ! কিচেনের জানালা দিয়ে ওটা বি: বেরিয়েছে, বলতো?
একটা সরু পাইপের মতো মনে হচ্ছে যেন!





নাটে
আর
ফণ্টে



নারায়ণ দেবনাথ



(স্কুলের উৎসব আমি খুবই পছন্দ করি। এখানে সবসময় প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা থাকে।)



(তুই যদি এই খাবার মজুতের ঠান্ডাটা পাহারা দিস, ফণ্টে, তাহলে আমি তোকে উপায়ে জিনিস দিয়ে পুরস্কৃত করবো।)

ঠিক আছে, স্যার!



(পাহারা দেওয়া থেকে ফণ্টেটাকে হঠাৎ হবে, আর আমি জানি সেটা কি ভাবে!)

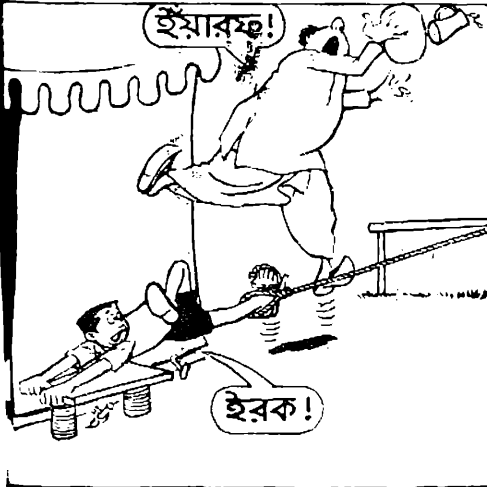


(এই ফাঁসটা আমি ওর পায়ে গালিয়ে দিলাম। অন্যদিকটা গোদার জিনের সঙ্গে বেঁধে দিমেছি।)



(আরো সবও নিয়ে মাই আজ অনেকেরই হতেচা পারে!)

দৌড়ো, ব্যাটা গোদা!



ইয়ারফ!

ইরক!



ইয়ুফস!



(অকস্মিক টেকি! সব সরবরাহই বরবাদ হয়ে গেলো ওর জন্যে! হতচ্ছাড়া!)

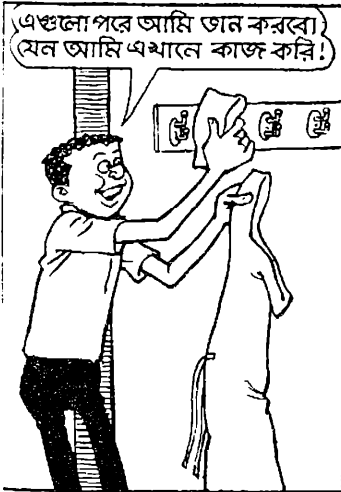
সাই!

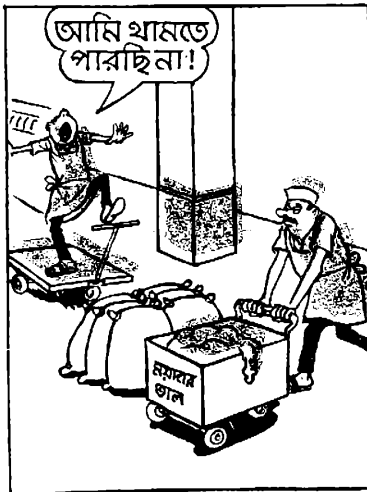
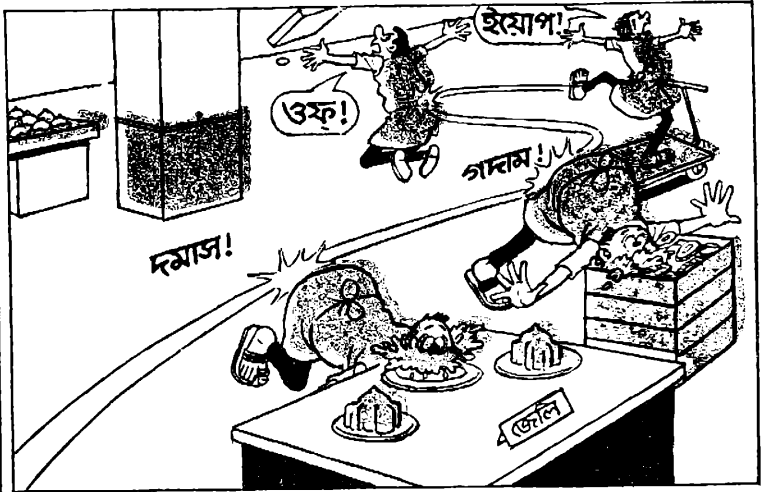
সাই!





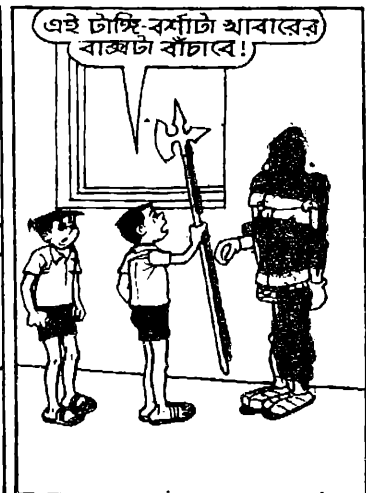
নারায়ণ দেবনাথ



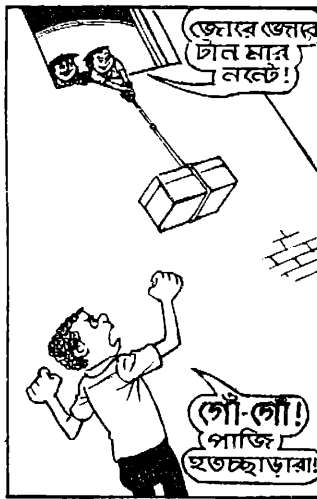




নারায়ণ দেবনাথ

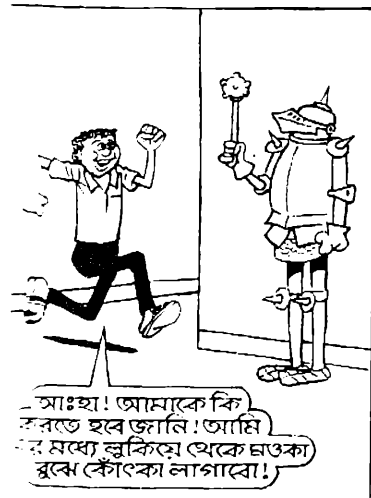


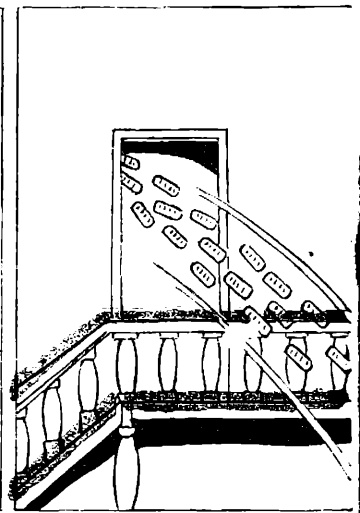
নাটে আর ফটোর নানান কীর্তি (২২ পর্ব) — নারায়ণ দেবনাথ





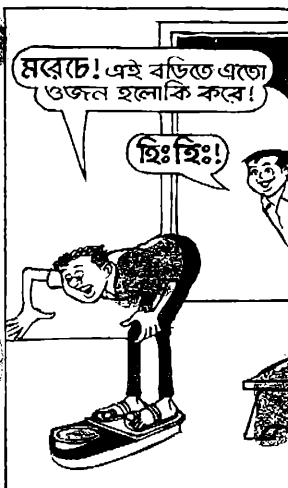
রায়ণ দেবনাথ

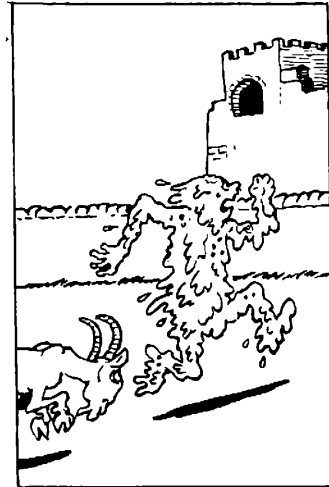
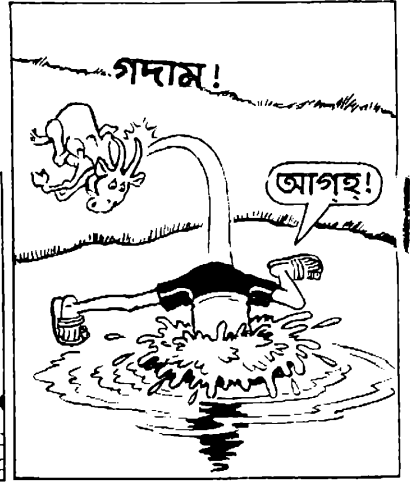
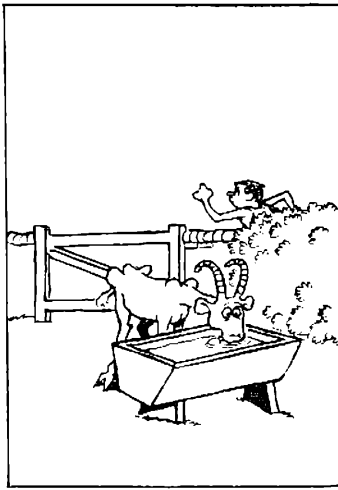






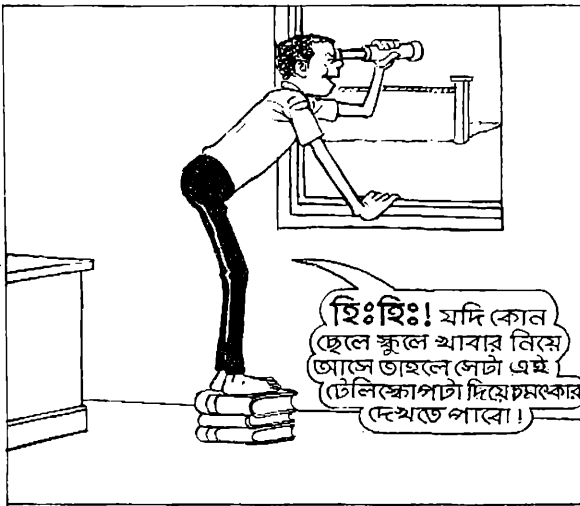
নারায়ণ দেবনাথ



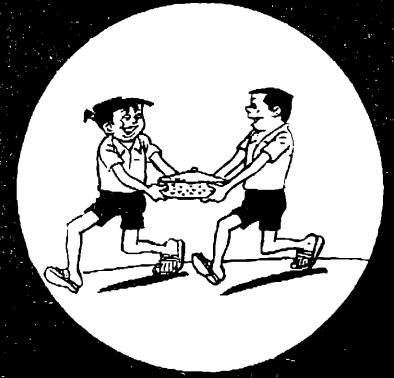




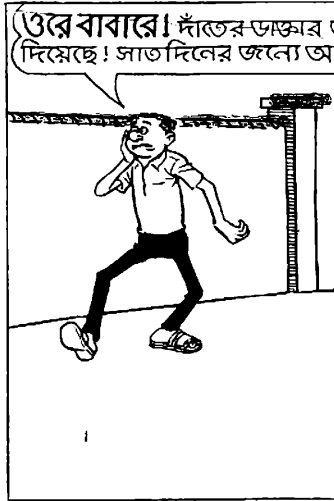
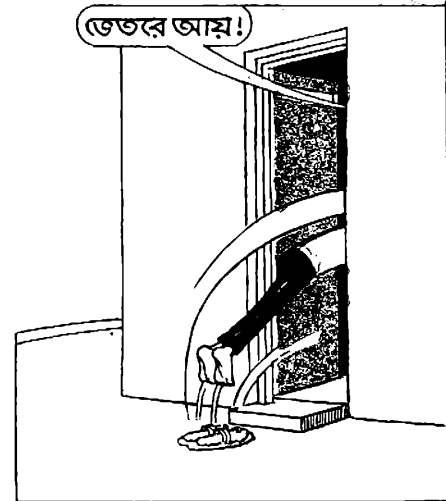
রায়শ দেবনাথ



আর কেবুঁ যা দেখতে পেলো।



নটে ফল্টের শানান কীর্তি ২৩

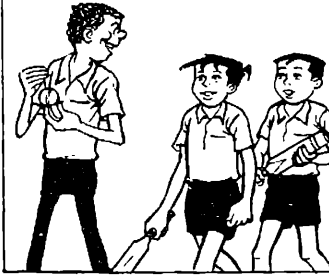




শ্রী দেবনাথ



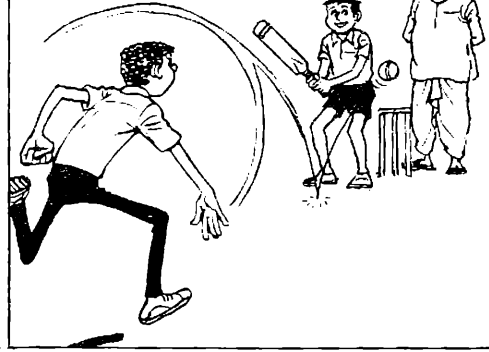
কিছুক্ষণ পরে নুটে আমার ফন্টের
দল যখন ব্যাট করতে নামলো।
(আমার ব্যাটিং দেখেছি, এবার)
বোলিং দেখবি। বুলেটের গতিতে
বল যাবে সামান্য দ্বিগুণে পারবি জো?
হ্যাঃ হ্যাঃ!



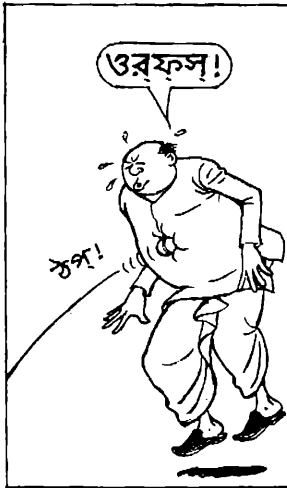
কেজোকে কি করে আমরা
মোকাবিলা করবো শোন—
(ফিস্-ফিস্-ফিস্!)



একটা বলেও ব্যাট ঠাকারো না!
বুলেটের গতিতেই বল বেরিয়ে
যাক!



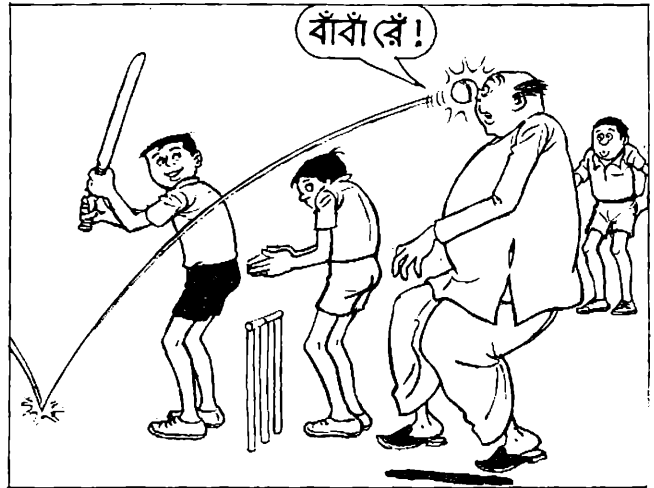
ওরফস্!



ঠিকমতো বল
কর, কেলুট! বল
ছুড়ে মারা ছিস
নাকি?



বাঁবাঁ রেঁ!



(বেলিক, ছুঁচো হাউগিলে! তখন
থেকে ওয়ারিং দিচ্ছি! এখন
বুলেট খেলার ছল করে বল
মেরে আমাকে হওয়ার
চেষ্টা!)



এবার আমি কেমন বল করতে
পারি নাথ, হতচ্ছাড়া মকট!



কেলুট এবার আমাদের
হজেরান নিচ্ছে, ফন্টে!

বিন্ত তার আগেই
স্মার ওকে ক্লিন
বোল্ড করে
দিলো!





নন্টে আর ফন্টে



শ্রী দেবেন্দ্র







নটে আর ফটে



স্বপ্ন দেবনাথ



কেন পড়লি যে! হ্যাঁট না! বুঝতে পারছি পায়ের চোট নিয়ে পিয়ন আর ডাকের মোট বইতে পারবে না!



আমি তোকে সাহায্য করবো ফটে! ডাক বাত্ম আমি তোকে এনে দিচ্ছি!



এই যে এখানে কিছু চিঠি যার বেশীর ভাগই পোস্ট করার জন্য পাওয়া যায়নি— সেগুলি তুমি দিচ্ছি!



এখন আমি এখানকার পোস্ট স্টার! আমার ইচ্ছে আমার চিঠি থেকে তুমি কিছু ডাক টিকিট কেন



তাহলে তোকে আমি বিনামূল্যে স্ট্যাম্প দেবো—সুন্দর কালি দিয়ে হাতে মারা স্ট্যাম্প!



হিঃহিঃ! এগুলি তোকে স্বদূর বিদেশে নিয়ে যাবে আবার ফিরিয়ে আনবে! নিখরচায় দেশ ভ্রমণ হয়ে যাবে, ফটে!



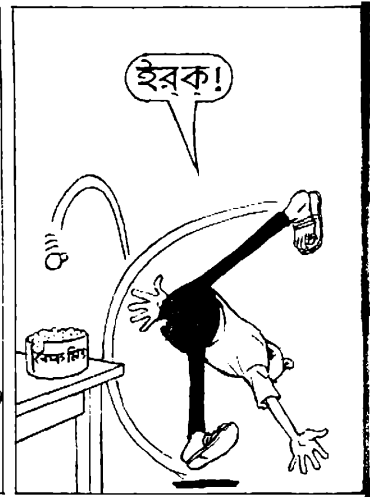
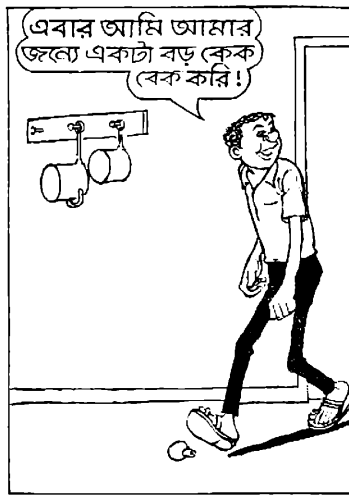




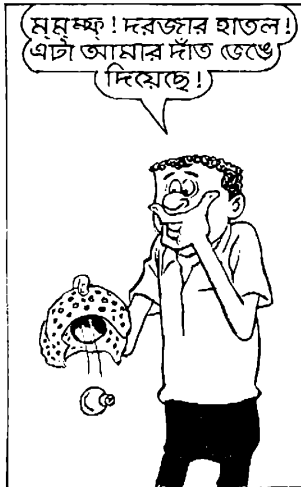
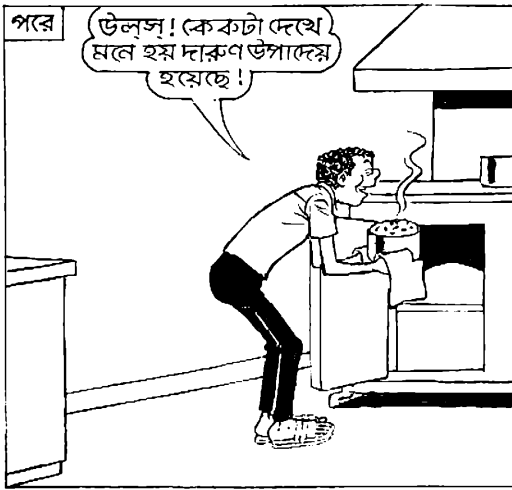
নটে আর ফটে

কৃষ্ণ দেবনাথ





দরজার হাতলটা কেক মিশ্রণের ওপর এল পড়ল।





দেবনাথ



এই যে, ছেলেরা! তোরা কিরকম
মাটির জিনিষ তৈরি করতে
শিখেছিস সেটা আমি দেখবো!



এক সাহাব
আপনাকে
বুলাইছে,
সুপারিনটেন
চার

তোমরা চালিয়ে যাও,
ছেলেরা! আমি ফিরে
এসে যেন তোমাদের
কাজ ওভেন পোড়াতো
দেওয়ার মতো দেখতে
চাই!



তুমি কি বানাতে চাইছো,
কেলুদা?

মুখের একটা
বস্ট বানাবো,
ফট্টে!



তোর বদনের অধিকাংশই
এতে ধরা হয়ে গেলো!

ফুপস্!

থ্যাপস্!



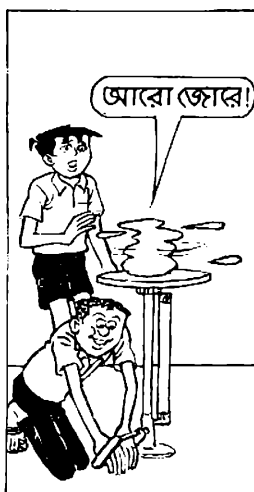
দ্যাখো, সবাই! আমি ফট্টের বদনের
ভিতরের দিকের একটা বাস্ট তুলেছি!

তুমি এটা ভালো কাজ
করলে না, কেলুদা!



না-না! তোকে আরো
সারে প্যাডেল করতে
হবে, নান্টে!

হাঃ!



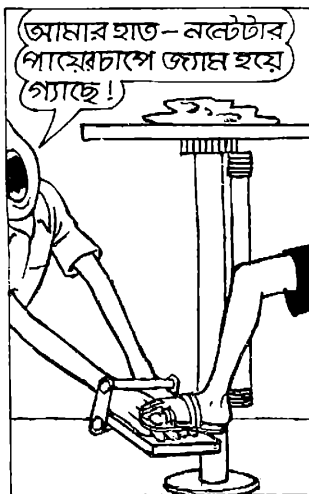
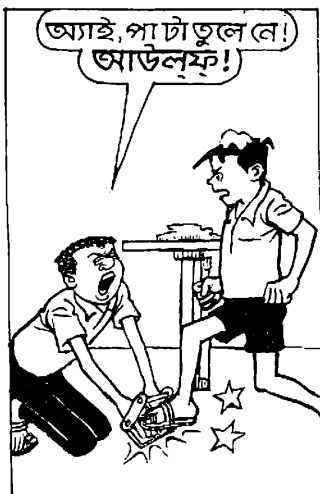
আরো জোরে!



ফুপ্!

এই দাখ-এর চেয়েও আরো
গতি আরো জোর হলে স্যার
জোয়ার জোয়েই তোর
কাজ হয়ে যেতো!
হিঃ হিঃ!

আফ্ফস্!





স্বাশ্রয় দেবনাথ



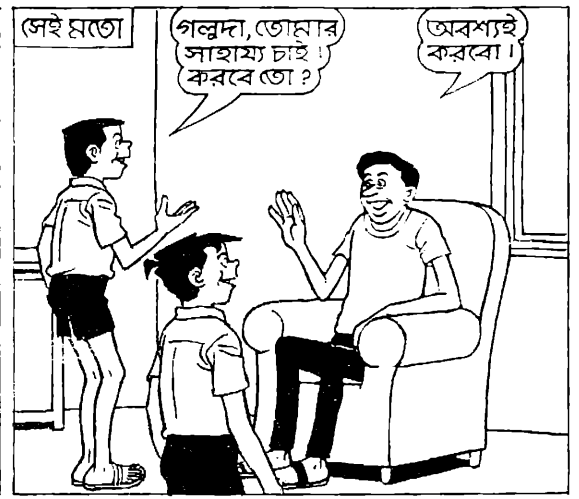




নারায়ণ দেবনাথ









মায়াকাজল
তোমাদের হাতে
দিয়ে আমি
দায়মুক্ত হলাম!
এবার আমি
চলি, বৎসরা!



সাপুবা বা ওদের সঙ্গে কি সব বলে কি যেন
একটা দিয়ে গেলো, ঠিক বুঝতে পারলাম
না! দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা কি!



কিছু পারে

ওরে বাবা! ধূপধূনো কিসের
পূজো করছিস রে, নটে আর
ফটে!

দেখতেই তো পাচ্ছে, কোটের
পূজো করছি!



কোটো পূজো! কোনদিন এরকম পূজো হয়
বলে ভো শুনিনি। কি আছে রে ওর ডেতরে?

আছে তিব্বতের এক লামার পাঠানো
মায়াকাজল!



মায়াকাজল! সেটা
জাবার কি বস্তু রে?

এটা কাজল কিন্তু সাধারণ কাজল
নয়। এটা চোখে লাগালে তুমি যে
কোনও জায়গায় যদি গুপ্তধন
থাকে তুমি সেটা দেখতে পাবে!



তবে নিজে লাগালে কাজ হবে না।
অন্য কাউকে লাগিয়ে দিতে হবে,
যেমন আমি ফটেকে লাগিয়ে
দিছি। এবার কোথায় লুকোনো
গুপ্তধন আছে ও দেখতে পাবে!

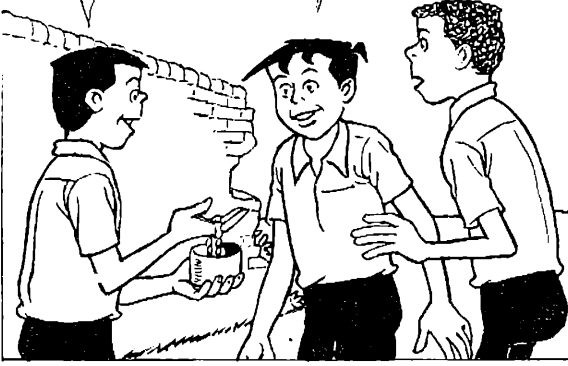
বলিস কি
রে, সত্যি সত্যি
দেখতে
পাবে!



হার র. নটে! (সোনার বলেই মনে হচ্ছে। কে রেখেছিলো কে জানে।) প্রাচীন বলেই মনে হয়!

দ্যাখো, কেলুটনা! মায়াকাজলের কি অলৌকিক ক্ষমতা!

সত্যিই অলৌকিক!



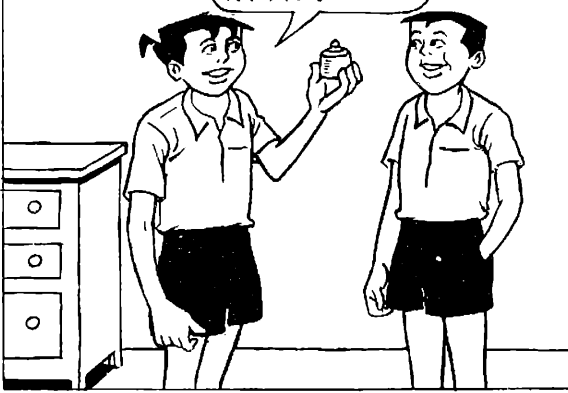
আমরা মায়াকাজল লাগিয়ে যেখানে যেখানে গুপ্তধন আছে সব সংগ্রহ করে নেবো, বুঝলি নটে!

নিশ্চয়!



বোর্ডিংয়ে ফিরে

(এই মায়াকাজলের জন্যে ও ওর লোডের হাত ঠিক বাড়াবে, আর আমরাও ওকে কাও করার জন্যে তৈরি থাকবো।)



বাই ছক কিম্বা জুক, কাজলের কোটো আমি টুক করে হাতিয়ে নেবোই নেবো। হেঃ হেঃ!



সবই ঠিকঠাক থাকছে, শুধু মায়াকাজলের রংটা সামান্য থেকে কাজলের রং করে দিলুম।

(কেলুটনা দেখলে ভাববে মায়াকাজলের এটাও কোন মায়্যা! সামান্য থেকে কালো হয়ে গেছে।)



(এটাকে আবার ওর জায়গামতো রেখে দিলে যাই।)





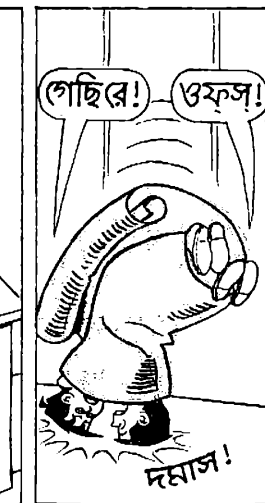


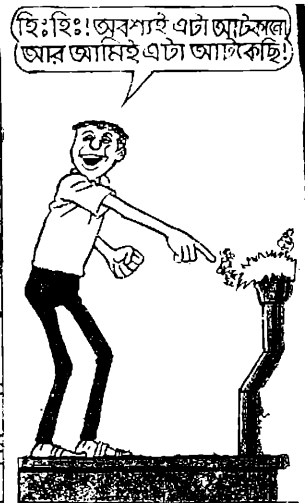
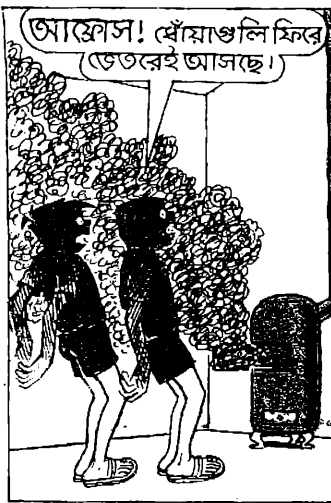
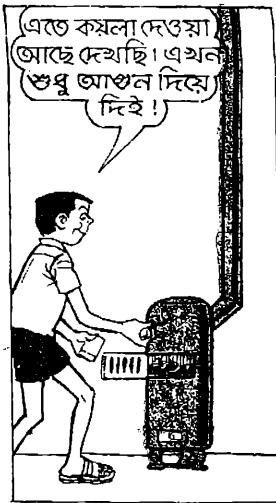


নটে
আর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

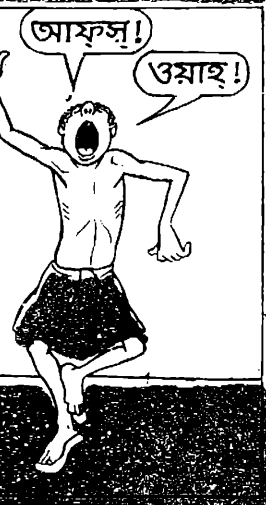
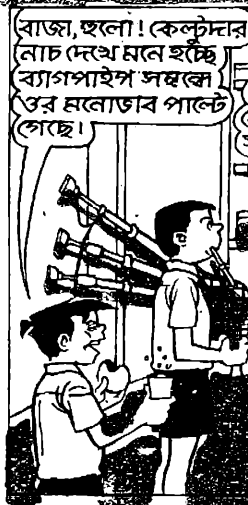
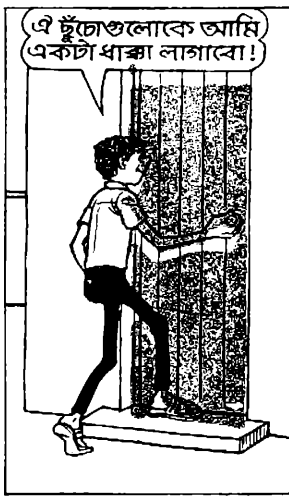






নারায়ণ দেবনাথ

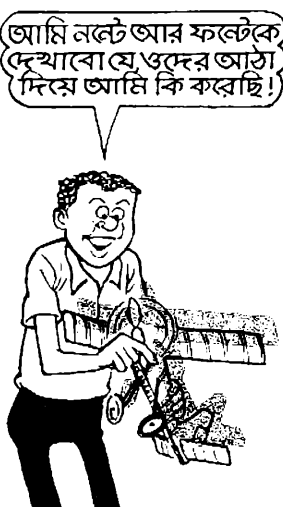
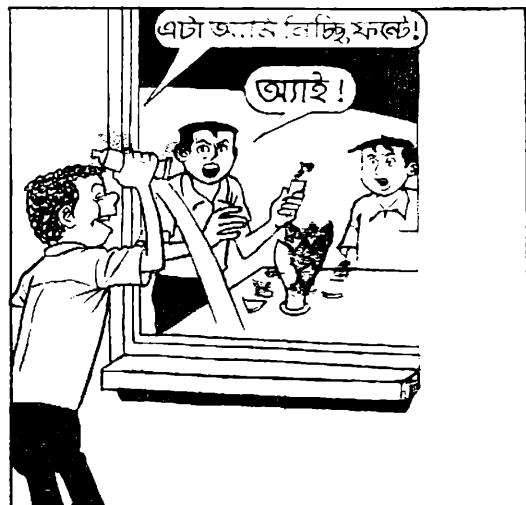






নটে
আর
ফটে

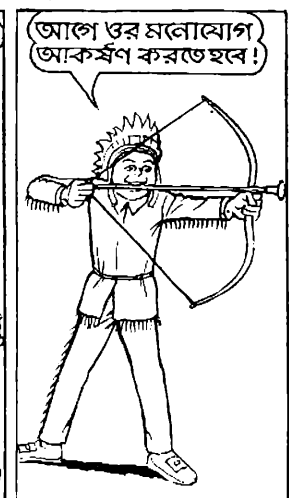
রায়ণ দেবনাথ







বায়ণ দেবনাথ



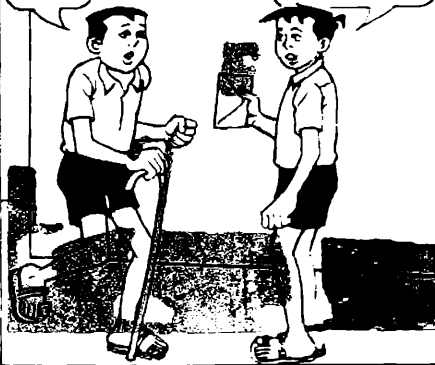




রায়শ দেবনাথ

সকালে পাটা মচকে
গিয়ে ব্যথাটা এখন
বেড়েছে। একটা ব্যথা
কমার ওষুধ নিয়ে
আসি।

আমাকে স্যার
টিডি দিয়ে বন্ধুর
কাছে পাঠাচ্ছে না
হলে তোর সঙ্গে
যেতে পারতাম।



আরে, ফটেটা লাঠি নিয়ে বেংচে
বেংচে সস্তা ছাড়া হয়ে কোথায় যাচ্ছে
খোঁজ করে দেখিতো!



তার কি হয়েছে, ফটে?
নাঠি হুকে চলছিল কেন?

তুমি আবার
কোথেকে
উদ্ভয় হল?



বাহ! আমি চলে যাচ্ছি! ওঃ! গোছ
রে!



দ্যাখ তুই পালাতে চাইছিলি কিন্তু
লাঠি দিয়ে কেমন আটকে দিলুম।
এবার আরো উপকারিতা সম্বন্ধে
তোকে অবহিত করছি।



কি নয় -
কবারে
ঠিক।

তুমি দেখেছো পায়ের
কথায় আমি খুঁড়িয়ে
হাঁটছি!

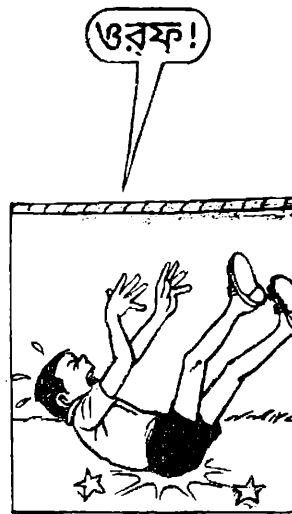


এই দ্যাখ!

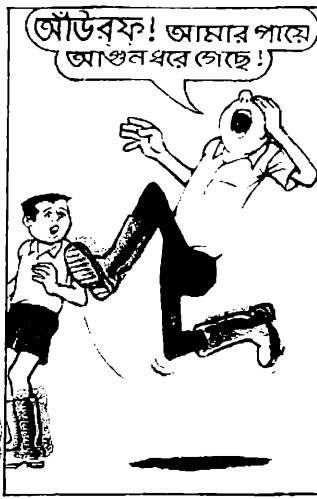


দ্যাখ, ফটে, লাঠির আর একরকম
উপকারিতা! তোর ব্যথা হওয়া পায়ের
কথা তুলিয়ে দিলুম লাঠির দ্বারা
অন্য পায়ের ব্যথা ধরিয়ে।
হেঃ হেঃ!











নাটে আর ফন্টে



রাহণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



কি ব্যাপার, কেবু! একেবারে দলবল সমেত!

আমরা ঠিক করেছি। এবার আপনার জন্মদিন পালন করবো! আমি নিজে এদিন আপনাকে মোগলাই খানা রান্না করব খাওয়াবো।



স্যারকে জোখব নয়— দিলে জন্মদিন পালন কর, কিন্তু ক্যাশকে ডেস্কের ওনি?

তোরা জেগাবি! না হলে স্যারকে গিলে বলতে হবে যে তোরা রাজি নয়, হিঃ হিঃ!



খলাধুলার সরঞ্জাম কিনবো বলে টাকাটা জমিয়েছিলাম সব গেলো।

আমাদের খাড় ডেঙে ও স্যারের গুড বুকে থাকতে চায়।



এই নাও নটে আর ফণে'র গাট গাছা।

বেশী করে দিয়েছিস জো? মোগলাই রান্নার ডিনিসপত্র কিনতে হবে।



কিছু পরে

কি ব্যাপার! কেবু'দার চামচে খ্যাঁতাটা চুপি চুপি ওর ঘরে ঢুকছে কেন! দেখতে হচ্ছে জো ব্যাপারটা।



টান্ডা ভালোই উঠছে রে, খ্যাঁতা। আমি স্যারকে রান্না করো খাওয়াবো না খেঁচ। আবার খাবো রেস্টোরায়ে।

আগে খাবো তারপর স্যারের জন্যে ও খান থেকেই মোগলাই কিনে নিয়ে যাবো। শুধু আমার তোরি একটা স্পেশাল মশলা খাবারে ছড়িয়ে দেবো।

আচ্ছা, এই তাহলে নটে'র! নটে'কে ব্যাপারটা জেনাচ্ছে হবে।



বটে! সব সময় ওর ওপর নজর রাখবি নটে!

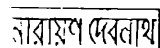
সেটা আমার বলতে!



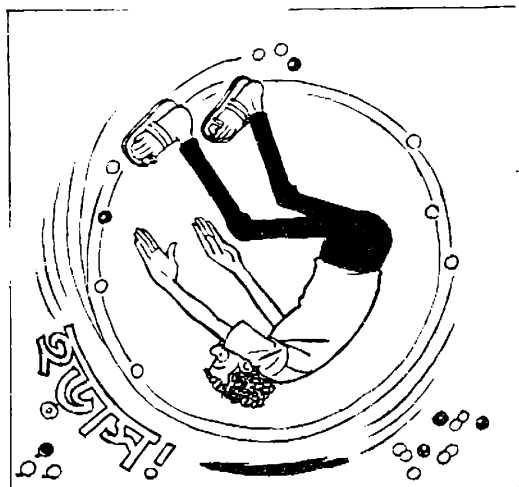
অবস্থানের দিন চল, খ্যাঁতা। আগে আমি নিজের জন্মদিন পালন করে তারপর স্যারের জন্মদিনে খানা আর মালা কিনবো। কিন্তু কাকপক্ষিতেও যেন ঢের না পায় যে আমরা খাবো। জঙ্কল আমি জোর ন্যাভা মেরে দেবো।

কেউ জানবে না।





সাজা ময়দানে গিয়ে বোড়িংয়ের
চারদিকে দৌড়ে পাঁচবার
চক্র, কুইক!





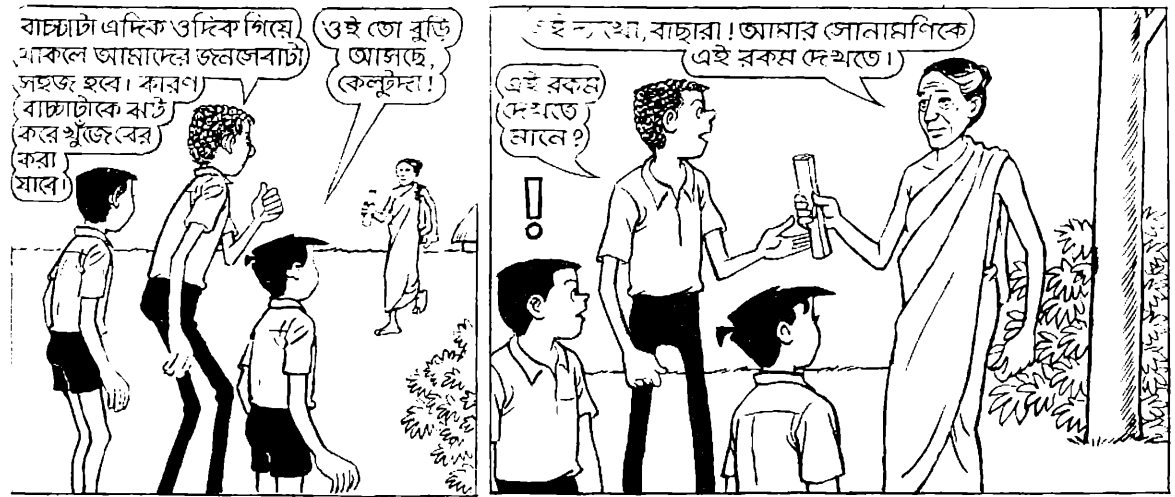
নাটে আর ফাটে



নারায়ণ দেবনাথ









উফ! ছুটতে ছুটতে দম বেরিয়ে গেছে!

সত্যি, কেলুদা!
হাফ ধরে গেছে।



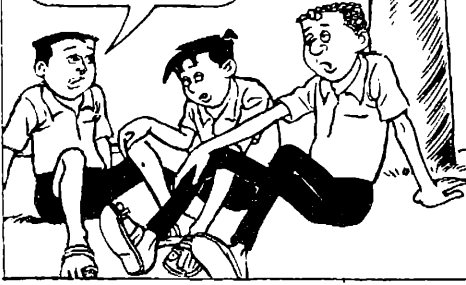
নটে আর ফটে! চল জলর ধারের এ গাছটার নীচে
একটু বসা যাক।

হ্যাঁ, কেলুদা। নাহলে উল্ল
জনগণকে আমাদেরই
সেবা করতে হবে।



বশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর
আবার জনসেবায় আত্মনিয়োগ
করতে হবে।

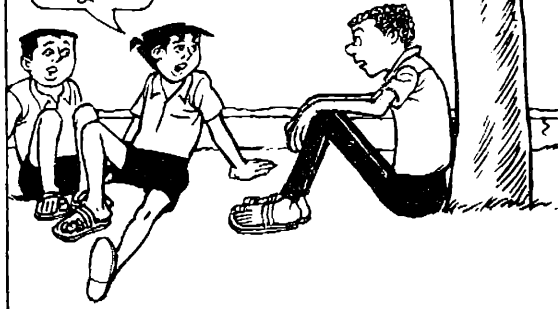
তবে এবার দেখে শুনে
জেনুইন বিপদগ্রস্তকে
সেবা করতে হবে।



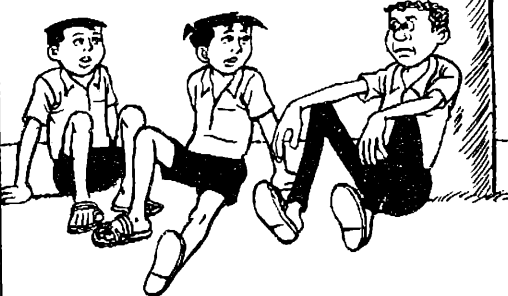
দীর্ঘসময় কাটার পর

লোকেরা কি বিপদে পড়তে ভুলে গেলো
নাকি রে!

তা যা বলেছো,
কেলুদা!



জনগণ যদি আমার মানে আমাদের
সেবা থেকে বঞ্চিত হতে চায় তাহলে
আমরা কি আর করতে পারি।



তখনই

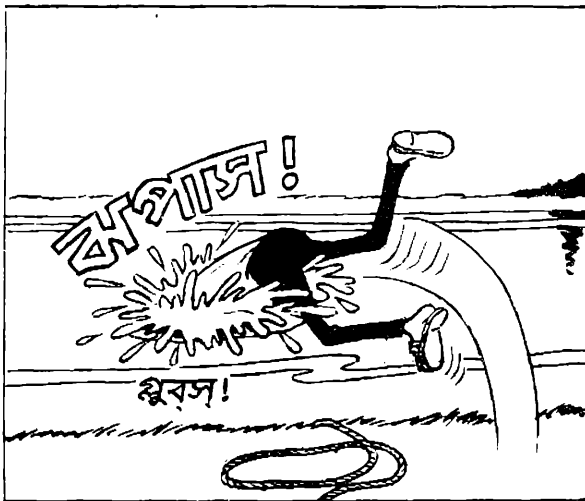
বাঁচাও! বাঁচাও! ডুবে গেলাম!

এইতো
চেষ্টাচ্ছে!

জেনুইন সেবাপ্রার্থী বলেই
মনে হচ্ছে, কেলুদা!











নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

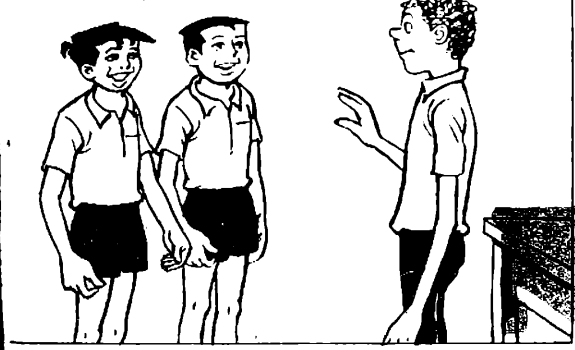


শোনা, ছেলেরা! বোর্ডিং স্কুল
কর্তৃপক্ষ একটা মডেলিং
প্রতিযোগিতার আয়োজন
করেছে। বিচারে প্রথম হওয়া
প্রতিযোগীকে আকর্ষণীয়
পুরস্কার দেওয়া হবে।

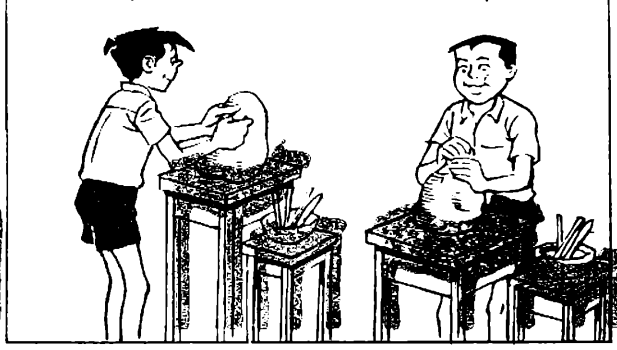
হাব আমাকে নিয়ে কেউ কিছু
নিয়ে নেবে না। কারণ
উভয় আমার মূর্তি করা
নিয়ে রসিকতা করা হয়েছে।



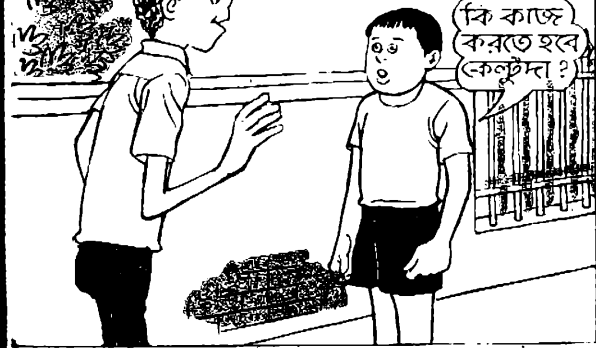
পরে (তুমি কি বিষয় নিয়ে
মডেলিং করবে,
কেলুদা!) (সেটা এখনো
ডেবে ঠিক
করিনি।)



ও ডেবে ঠিক করুক।
আমরা আমাদেরটা
শুরু করে দিই। (আজলে কেলুদা কি
করবে সেটা আগে
আমাদের জিজ্ঞাসা না।)

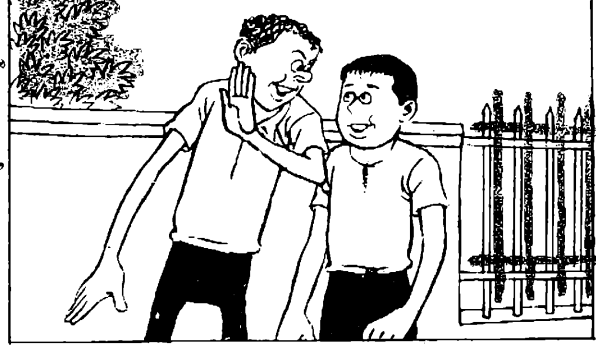


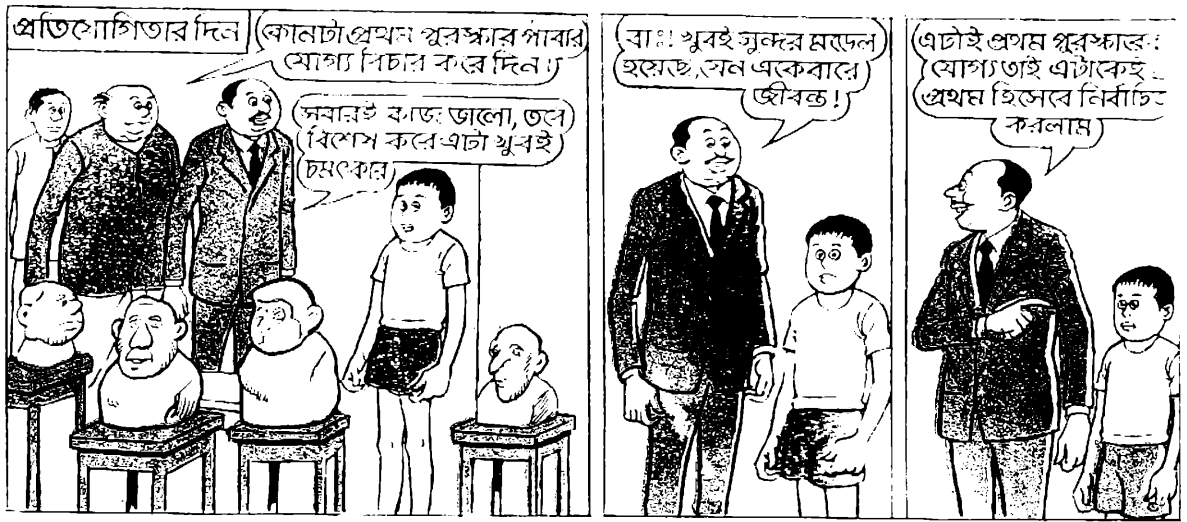
ওদিকে (শোন, পোনা! আমি যা বলবো সেই
মতো যদি কাজ করিস তো তোকে একটা
গিল্টি সোনার একটা জিহ্বিস দেবো।)



কি কাজ
করতে হবে
কেলুদা?

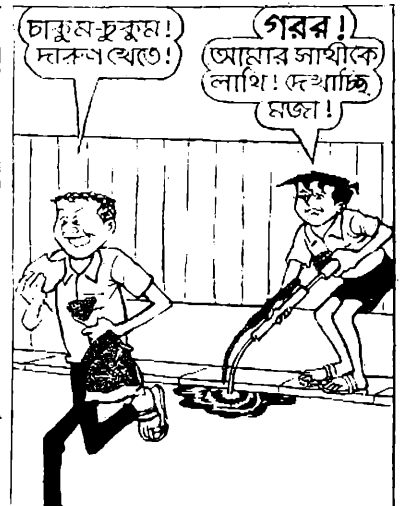
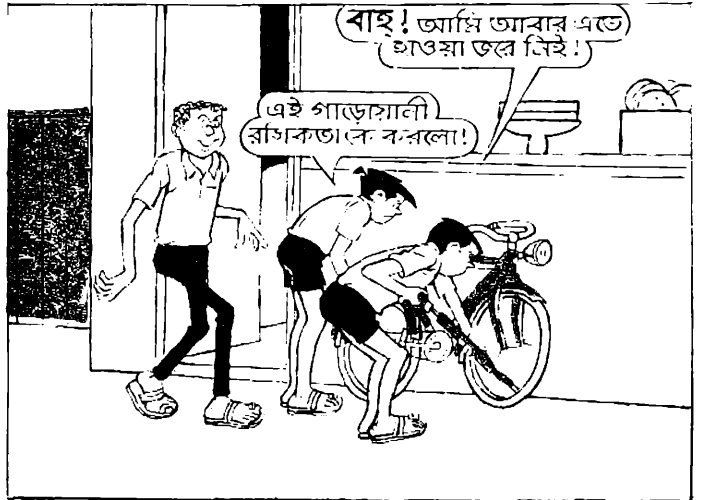
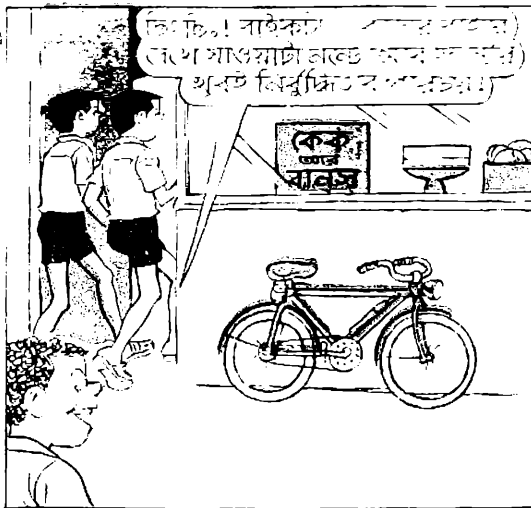
শোন! (ফিস ফিস ফিস ফিস!) যা
বললাম সেটা এমন কষ্টসাধ্য কিছুই না
একটু যা কিছু সময় ধৈর্য ধরে থাকা।



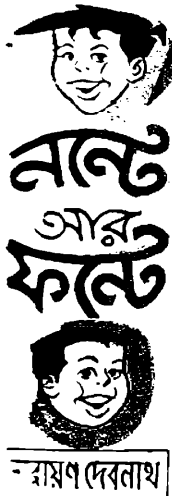




নারায়ণ দেবনাথ







— রায়ণ দেবনাথ







